খতিয়ান

ইউনিট ৪

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৮.১ ঃ খতিয়ানের সংজ্ঞা, সুবিধা, উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব।
পাঠ- ৮.২ ঃ জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য, বৈশিষ্ট্য।
পাঠ- ৮.৩ ঃ খতিয়ানভূক্তকরণ, ব্যালেন্সিং এবং তাৎপর্য।
পাঠ- ৮.৪ ঃ খতিয়ানের কতিপয় উদাহরণ ও গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা।
পাঠ- ৮.৫ ঃ খতিয়ান হিসাবের আধুনিক বা চলমান জের ছক।
পাঠ- ৮.৬ ঃ আধুনিক ছকে খতিয়ানের উদাহরণ।

ভূমিকা

প্রাথমিকভাবে লেনদেনসমূহকে কোন রকম বাদ বিচার না করে তারিখের ক্রম অনুযায়ী লিপিবদ্ধের পর প্রতিটি লেনদেনকে হিসাবের শ্রেণি অনুযায়ী জাবেদা হতে হিসাবের পাকা বই খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করা হয়। খতিয়ানের উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করে ব্যবসায়ের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৮.১ সংজ্ঞা, সুবিধা, উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- খতিয়ানের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- খতিয়ানের সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।
- খতিয়ানের উদ্দেশ্য জানতে পারবেন।
- খতিয়ানের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	হিসাবচক্র, গানিতিক শুদ্ধতা, সমাপ্তি রেখা, পাকা বই, ব্যালেন্সিং, বি/ডি, হিসাবের কোড।

সংজ্ঞা ও সুবিধা

হিসাবচক্রে খাতিয়ানের অবস্থান তৃতীয়। প্রতিটি লেনদেনকে দু'তরফা দাখিলা নীতি অনুযায়ী প্রথমে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। তারপর উক্ত লেনদেনগুলোকে হিসাবের উপযুক্ত শিরোনাম অনুযায়ী খতিয়ানে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। ধরুণ একটি বাড়িতে পাঁচটি কক্ষ রয়েছে যেমন- ড্রয়িং, ডাইনিং, বেড, কিচেন এবং স্টোর রুম। এই কক্ষগুলোতে প্রয়োজনীয় মালামাল কেনার জন্য আপনাকে ৫,০০,০০০ টাকা দেয়া হল। আপনি রুমগুলোর জন্য কেনাকাটা করলেন, সবশেষে কোন রুমে কত টাকা ব্যয় হল তা হিসাব করে বলে দিলেন। যেমন- ড্রয়িং রুম বাবদ ১,৫০,০০০ টাকা ডাইনিং রুম বাবদ ১,০০,০০০ টাকা, বেড রুম বাবদ ১,৫০,০০০ টাকা, কিচেন রুম বাবদ ৫০,০০০ টাকা এবং স্টোর রুম বাবদ ৫০,০০০ টাকা। এটা সম্ভব হলো আলাদাভাবে প্রত্যেক রুমের খরচ লিখে রাখার জন্য। অনুরূপভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন খাতে কত টাকা ব্যয়িত হয়েছে তা জানার জন্য পৃথক শিরোনাম অনুযায়ী হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। তা না হলে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে শুধুমাত্র জাবেদা থেকে মোট ক্রয়, মোট বিক্রয় বা অন্য কোন হিসাবের সঠিক পরিমাণ বের করা খুব সময় সাপেক্ষ ও জটিল হয়ে দাঁড়াবে।

তাই বলা যায় কোন কারবার প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় লেনদেনসমূহকে সংক্ষিপ্তকারে শ্রেণিবদ্ধভাবে উপযুক্ত শিরোনামে বিভক্ত করে পাকাপাকিভাবে যে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে খতিয়ান বলে।

খতিয়ান সম্পর্কে কয়েকজন লেখকের প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হল :

আর্থার ফিল্ড হাউজ-এর মতে, "খতিয়ান হল সকল লেনদেনের স্থায়ী ভান্ডার।"

এল.সি. ক্রুপার এর মতে, "যে বইতে কারবারি লেনদেনগুলোকে শ্রেণিবিভাগ করে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে খতিয়ান বলে।"

খতিয়ানের সুবিধা

লেনদেনের স্থায়ী ভান্ডার হিসেবে খতিয়ানের কতগুলো সুবিধা রয়েছে। সুবিধাগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. পরিপূর্ণ হিসাব : দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ খতিয়ানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাই খতিয়ান হলো একটি পরিপূর্ণ হিসাব ব্যবস্থা।

২. আয়-ব্যয় : যথাযথ শিরোনাম অনুযায়ী তথ্য রাখা হয় বলে যে কোন সময় প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় সম্পর্কে জানা যায়।

৩. আর্থিক ফলাফল : খতিয়ানের সাহায্যে নির্দিষ্ট সময় শেষে কারবারের চূড়ান্ড় আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা যায়।

৪. ভুলত্রুটি ও জালিয়াতি হ্রাস : খতিয়ানে হিসাবসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হওয়ায় হিসাবে ভুলত্রুটি ও জালিয়াতি হ্রাস পায়।

৫. গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই : খতিয়ান প্রস্তুত করার পর রেওয়ামিল তৈরি করে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়।

খতিয়ানের উদ্দেশ্য

হিসাব চক্রে খতিয়ান একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এতে লেনদেনসমূহকে শ্রেণিবদ্ধভাবে পাকাপাকিভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহার বহুবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হলো।

১. লেনদেন স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করণ : জাবেদা থেকে লেনদেনগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে স্থায়ীভাবে খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে পরবর্তী যে কোন সময়ে লেনদেন সংক্রান্ত যে কোন তথ্য সহজে পাওয়া যায়।

২. সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণ : খতিয়ানের মাধ্যমে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণ করা যায়।

৩. উদ্ধৃত্ত নির্ণয় : একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রত্যেকটি হিসাবের উদ্ধৃত্ত নির্ণয় করে হিসাবসমূহের সঠিক উদ্ধৃত্ত জানা যায়।

৪. আর্থিক বিবরণী প্রণয়নে সাহায্য : নির্দিষ্ট সময় শেষে একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে খতিয়ান রাখা হয়।

৫. তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ : খতিয়ানের উদ্বৃত্ত দ্বারা প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীর সাথে বিভিন্ন বছরের আর্থিক বিবরণীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যায়।

৬. ভুলত্রুটি ও জালিয়াতি রোধ : খতিয়ানে হিসাবসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হওয়ার ফলে এটি হিসাবের ভুলত্রুটি ও জালিয়াতি রোধে সহায়ক হয়।

খতিয়ানের গুরুত্ব

হিসাব রক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই হল খতিয়ান। নিচে খতিয়ানের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো-

১. দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতির বাস্তবায়ন : যেহেতু প্রতিটি লেনদেনের একটি ডেবিট এবং সমপরিমান অর্থ দ্বারা অপরপক্ষকে ক্রেডিট করা হয় ফলে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতির বাস্ড়বায়ন হয়।
২. নগদ টাকার পরিমাণ নির্ণয় : খতিয়ানের সাহায্যে যে কোন সময় হাতে নগদ টাকার পরিমাণ সম্পর্কে জানা হয়।
৩. দেনা-পাওনার পরিমাণ : প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির নামে সংঘটিত লেনদেনগুলো আলাদা হিসাবে রাখা হয়। ফলে কারবারের মোট দেনা ও পাওনার পরিমাণ পাওয়া যায়।
৪. লাভ-লোকসান নির্ণয় : খতিয়ানে আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদা হিসাব রাখা হয়। এগুলোর সাহায্যে কোন প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময় পরে বিশদ আয় বিবরণী তৈরী করে চূড়ান্ড় ফলাফল জানা যায়।
৫. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত : প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়-দেনার জের নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে সঠিক আর্থিক অবস্থা নিরূপন করা সম্ভব।
৬. সিদ্ধান্ত গ্রহণ : হিসাব সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি খতিয়ানে সুশৃঙ্খলভাবে পাওয়া যায় বলে ব্যবসায় পরিচালনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, খতিয়ানে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক হিসাব ব্যবস্থার সব উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তাই খতিয়ানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	হিসাবের শ্রেণি অনুয়ায়ী লেনদেনগুলোকে পাকা বই খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করলে কি কি সুবিধা পাওয়া যায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

- লেনদেনগুলো তারিখের ক্রম অনুযায়ী দু'তরফা দাখিলা নীতি অনুসারে উপযুক্ত শিরোনামে শ্রেণীবদ্ধ করে রাখাকে খতিয়ান বলে।
- খতিয়ানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময় শেষে আর্থিক অবস্থা জানা যায়।
- যথাযথভাবে হিসাবসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয় বলে হিসাবের ভুল ত্রুটি সংশোধন করা যায়।
- হিসাবের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবসার পরিচালনায় দ্রুত সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খতিয়ান হিসাবের-
ক. খসড়া বই খ. স্থায়ী বই
গ. প্রাথমিক বই ঘ. পাকা বই।

২. কোনটি খতিয়ানের উদ্দেশ্য নয়-
ক. সুষ্ঠু হিসাবরক্ষণ খ. লেনদেনের স্থায়ী লিপিবদ্ধকরণ
গ. উদ্বৃত্ত নির্ণয় ঘ. চালান প্রস্তুত করণ।

৩. কোনটি খতিয়ানের সুবিধা-
ক. খতিয়ান হিসাবের পাকা বই

খ.খতিয়ানে লেনদেনের ব্যাখ্যা থাকে
গ.খতিয়ান সকল বইয়ের রাজা
ঘ.খতিয়ান প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ে সাহায্য করে

৪. দু'তরফা দাখিলা নীতির বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব-
ক. জাবেদার মাধ্যমে খ. খতিয়ানের মাধ্যমে
গ. ক্রয় বইয়ের মাধ্যমে ঘ. নগদান বইয়ের মাধ্যমে

৫. খতিয়ান উদ্বৃত্তসমূহ দ্বারা প্রস্তুত করা যায়-
ক. প্রাথমিক জাবেদা খ. নগদ প্রাপ্তি জাবেদা
গ. রেওয়ামিল ঘ. নগদ প্রদান জাবেদা

৬. খতিয়ানের সুবিধার ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
i. ভুল-ত্রুটি সহজে ধরা পড়ে
ii. গাণিতিক বিশুদ্ধতা যাচাই
iii. আর্থিক ফলাফল নির্ণয়

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৮.২ খতিয়ানের বৈশিষ্ট্য, জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- খতিয়ানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

খতিয়ানের বৈশিষ্ট্য, জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য

খতিয়ান হচ্ছে সকল লেনদেনের স্থায়ী ভান্ডার। হিসাবের পাকা বই হিসেবে খতিয়ান কতগুলো পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে খতিয়ানকে সহজেই চেনা এবং বুঝা যায়। জাবেদা ও খতিয়ান উভয়েই হিসাব চক্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এ দুটি ধাপ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। কেননা প্রতিটি লেনদেন সংঘটিত হবার পর তা দু'তরফা দাখিলা নীতি অনুযায়ী প্রথমে জাবেদায় তারপর খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে খতিয়ান জাবেদা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যবহার উপযোগী। যদিও লেনদেন জাবেদায় লিপিবদ্ধ না করে সরাসরি খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে কোন প্রকার ভুলত্রুটি হলে তা সহজে বের করা যায় না। যদিও খতিয়ানের উদ্বৃত্ত হতে সহজেই হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই ও আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা যায়, তথাপি কারবার প্রতিষ্ঠানগুলো এ উভয় হিসাব বই গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ করে থাকে।

জাবেদা ও খতিয়ান কাজের প্রস্তুতির জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল ও সহযোগী হলেও জাবেদা ও খতিয়ান প্রস্তুত প্রণালীতে ব্যবহৃত ছকের মাঝে যথেষ্ট অমিল রয়েছে।

খতিয়ানের বৈশিষ্ট্য

হিসাবের পাকা বই হিসেবে খতিয়ানের অবস্থান তৃতীয়। খতিয়ানের মধ্যে সকল প্রকার জাবেদার বিস্তারিত দাখিলা থাকে। খতিয়ানে যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো :

১. পৃথক শিরোনাম : খতিয়ানে প্রতিটি হিসাবখাতের জন্য পৃথক পৃথক শিরোনাম থাকে।
২. নির্দিষ্ট ছক : খতিয়ানের মধ্যস্থিত লেনদেনগুলো একটি নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। T ছক অনুযায়ী ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয়দিকে ৪টি করে মোট ৮টি ঘর থাকে। চলমান জের ছকে ঘর থাকে ৬টি।
৩. পার্শ্ব : খতিয়ান হিসাব খাতকে সমান দুটি অংশে বিভক্ত করা হয় বাম পার্শ্বের নাম ডেবিট এবং ডান পার্শ্বের নাম ক্রেডিট। তবে চলমান জের ছকে ডেবিট-ক্রেডিট ভাগ না করে পাশাপাশি দেখানো হয়।
৪. তারিখ লিপিবদ্ধ : খতিয়ানের ছকে তারিখের ঘর থাকে। উক্ত ঘরে লেনদেন সংঘঠিত হওয়ার তারিখ লিখা হয়।
৫. জাবেদা পৃষ্ঠা : খতিয়ান হিসাব খাতের উভয় দিকে জাবেদা পৃষ্ঠার ঘর থাকে। এতে জাবেদা বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর লেখা হয়।
৬. জের টানা : বছর শেষে প্রতিটি খতিয়ান হিসাবখাতের উদ্বৃত্তকরণ বা জের টানা হয়। চলমান জের ছক ব্যালেন্স টানার প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে প্রত্যেক লেনদেন লিপিবদ্ধের পরপরই জের নির্ণীত হয়।
৭. সমাপ্তি রেখা টানা : খতিয়ান হিসাবের জের টানার পর উহার উভয় দিকের টাকার অঙ্কের নিচে দুটি সমান্ড্রাল রেখা টেনে হিসাব সমাপ্ত করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য খতিয়ানকে হিসাবের পাকা বই বলে প্রতীয়মান হয়।

জাবেদা ও খতিয়ানের মধ্যে পার্থক্য :

জাবেদা ও খতিয়ান উভয়েই হিসাব চক্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি লেনদেনকে তারিখের ক্রম অনুযায়ী প্রথমে জাবেদায় তারপর খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করা হয়।

জাবেদা : কোন কারবার প্রতিষ্ঠানে আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে প্রাথমিকভাবে যে বইতে তারিখ, বিবরণ, টাকার পরিমাণসহ ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে জাবেদা বলে।

খতিয়ান : হিসাবের যে বইতে লেনদেনসমূহ পৃথক পৃথক শিরোনাম অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে খতিয়ান বলে।

নিম্নে জাবেদা ও খতিয়ানের মধ্যে লক্ষ্যণীয় পার্থক্যসমূহ দেখানো হল :

পার্থক্যের বিষয়	জাবেদা	খতিয়ান
১. উৎস	লেনদের হল জাবেদার উৎস	জাবেদা হল খতিয়ানের উৎস
২. হিসাব	হিসাবের প্রাথমিক বই হল জাবেদা	খতিয়ান হল হিসাবের পাকা বই
৩. ধাপ	জাবেদা হচ্ছে হিসাব চক্রের প্রথম ধাপ	হিসাব চক্রের দ্বিতীয় ধাপ হল খতিয়ান
৪. জের	জাবেদায় জের টানা হয় না	খতিয়ানের জের টানা আবশ্যক
৫. ব্যাখ্যা	জাবেদায় লেনদেনসমূহের ব্যাখ্যা দিতে হয়	খতিয়ানে লেনদেনের ব্যাখ্যার দরকার নাই
৬. ছক	জাবেদায় ছকের পাঁচটি ঘর থাকে	খতিয়ানের ছকে T ছক অনুযায়ী ঘর থাকে ৮টি এবং চলমান জেরে থাকে ৬ টি।
৭. তৈরি করণ	জাবেদা লেনদেনের তারিখ অনুযায়ী তৈরি করা হয়	খতিয়ান হিসাবের প্রকৃতি অনুসারে তৈরি করা হয়
৮. পৃষ্ঠা নম্বর	জাবেদায় খতিয়ান পৃষ্ঠা নম্বর লেখা হয়	খতিয়ানে জাবেদা পৃষ্ঠা নম্বর লেখা হয়।
৯. গুরুত্ব	জাবেদাভূক্তিকরন ছাড়াও হিসাবকার্য শেষ করা যায়	খতিয়ান ছাড়া পূর্ণাঙ্গ হিসাব করা সম্ভব নয়।
১০.কার্য ফল	জাবেদা থেকে রেওয়ামিল এবং আর্থিক বিবরণী তৈরি করা যায় না।	খতিয়ানের সাহায্যে রেওয়ামিল ও আর্থিক বিবরণী তৈরি করা যায়
১১.প্রয়োজনীয়তা	জাবেদার প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত কম	খতিয়ান অবশ্যই রাখতে হবে
১২.তথ্য	জাবেদা হতে সহজে হিসাবের তথ্য পাওয়া যায় না	খতিয়ান হতে হিসাব খাতের পূর্ণ তথ্য সহজে পাওয়া যায়

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ই হিসাব চক্রের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সেগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

- খতিয়ান হিসাবের পাকা বই বিধায় এর কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এদের মাধ্যমে খতিয়ানকে আলাদাভাবে চেনা যায় বলেই খতিয়ানকে সকল বইয়ের রাজা বলা হয়।
- জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ই হিসাব চক্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তবে জাবেদা অপেক্ষা খতিয়ান অধিক গুরুত্বপূর্ণ। জাবেদা ও খতিয়ানের মধ্যে ছক অনুযায়ী যথেষ্ট অমিল রয়েছে। জাবেদায় শুধুমাত্র লেনদেনের ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয় করে তারিখের ক্রম অনুযায়ী লেখা হয়। খতিয়ানে প্রতিটি হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ভুলভাবে নির্ণয় করে হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খতিয়ান লেনদেনের-
ক. প্রাথমিক ভান্ডার খ. সমাপনী ভান্ডার
গ. স্থায়ী ভান্ডার ঘ. অসম্পূর্ণ ভান্ডার

২. খতিয়ানকে সকল বইয়ের রাজা বলার কারণ-
ক. লেনদেনের স্থায়ী-সংরক্ষণ করা হয় বলে
খ. হিসাবের পাকা বই বলে
গ. খতিয়ানের উপর ভিত্তি করে আর্থিক ফলাফল নির্ণয় হয় বলে
ঘ. গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই হয় বলে

৩. কোনটি খতিয়ানের বৈশিষ্ট্য?
ক. পৃথক শিরোনাম খ. নির্দিষ্ট ছক
গ. জের টানা ঘ. সবগুলো

৪. কোনটি খতিয়ানের বৈশিষ্ট্য নয়?
ক. সমাপ্তি রেখা টানা খ. পার্শ্ব
গ. জাবেদা পৃষ্ঠা লেখা ঘ. ভাউচার

৫. জাবেদা ও খতিয়ানের মধ্যে
ক. ছক অনুযায়ী পার্থক্য রয়েছে খ. কোন পার্থক্য নেই
গ. হিসাব পদ্ধতি একই ঘ. কোনোটিই নয়

৬. হিসাবের পাকা বই হিসেবে-
i. খতিয়ানের অবস্থান দ্বিতীয়
ii. খতিয়ানের অবস্থান তৃতীয়
iii. খতিয়ানের অবস্থান চতুর্থ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৮.৩ ব্যালেন্সিং এবং তাৎপর্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- জাবেদা থেকে খতিয়ানভূক্ত করতে পারবেন।
- খতিয়ানের জের নির্ণয় করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরণের ব্যালেন্স সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- খতিয়ানের ব্যালেন্সের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

খতিয়ানভূক্তকরণ, ব্যালেন্সিং এবং তাৎপর্য

কোন কারবার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে প্রাথমিকভাবে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। জাবেদা থেকে লেনদেনগুলোকে হিসাবের শ্রেণি অনুযায়ী সাজিয়ে খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে খতিয়ানভূক্তকরণ বলা হয়। জাবেদা বইতে প্রতিটি লেনদেনের কারণ ব্যাখ্যা করে অতঃপর ডেবিট এবং ক্রেডিট বিশে- ষণ করে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রতিটি লেনদেন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। ফলে প্রতিটি লেনদেনকে জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্ড়র করা সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়।

খতিয়ানভূক্তকরণ :

খতিয়ানভূক্তকরণ সহজে বুঝার জন্য আমরা কতকগুলো কাল্পনিক লেনদেনের উলে- খ করে সহজেই খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া আয়ত্ত করতে পারি। ধরুণ আফনান এন্ড কোং এর বই থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সালে সংঘটিত নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো নেওয়া হয়েছে। লেনদেনগুলো নিম্নরূপ ছিল-

২০১৪

ফেব্রু-১ নগদে মূলধন আনয়ন ১০,০০০ টাকা।

" - ৫ আসবাবপত্র ক্রয় ৩,০০০ টাকা।

" - ১০ ভাড়া প্রদান ১,০০০ টাকা

" - ১৫ সুদ প্রাপ্তি ৫০০ টাকা।

আফনান এন্ড কোং এর খতিয়ান প্রস্তুতকরণের জন্য প্রথমে সংঘঠিত লেনদেনগুলোকে ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়পূর্বক দু'তরফা দাখিলা নীতি অনুযায়ী জাবেদায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। জাবেদা না করেও খতিয়ানভুক্ত করা যায়। তবে জাবেদা তৈরি করে খতিয়ানভূক্ত করলে নির্ভুল হয়।

লেনদেনগুলোর জাবেদা নিম্নে দেখানো হল :

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ	ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪				
ফেব্রু- ১	নগদান হিসাব ..... ডেবিট		১০,০০০	
	মূলধন হিসাব ..... ক্রেডিট			১০,০০০
	[যেহেতু নগদ টাকা মূলধন আনয়ন করে আফনান এন্ড কোং ব্যবসা আরম্ভ করে]			
" - ৫	আসবাবপত্র হিসাব ..... ডেবিট		৩,০০০	
	নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট			৩,০০০
	[যেহেতু নগদে আসবাবপত্র ক্রয় করা হল]			
" - ১০	ভাড়া হিসাব ..... ডেবিট		১,০০০	

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ	ডেবিট	ক্রেডিট
	নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট [যেহেতু নগদে ভাড়া প্রদান করা হল]			১,০০০
” - ১৫	নগদান হিসাব ..... ডেবিট সুদ প্রাপ্তি হিসাব ..... ক্রেডিট [যেহেতু নগদে সুদ পওয়া গেল]		৫০০	৫০০

এ পর্যায়ে খতিয়ান তৈরী করার জন্য প্রথমে দেখতে হবে যে, জাবেদায় কতগুলো হিসাব রয়েছে সেই অনুযায়ী ততগুলি হিসাব গণনা করে নেব। তারপর জাবেদাকে প্রতিটি হিসাবের জন্য প্রয়োজনীয় দফাগুলো নিয়ে খতিয়ানভূক্ত করব। আফনান এন্ড কোং এর জাবেদা লিখন হতে ৫টি হিসাব পাওয়া যায়। সেগুলো হলো নগদান হিসাব, মূলধন হিসাব, আসবাবপত্র হিসাব, ভাড়া হিসাব এবং সুদ প্রাপ্তি হিসাব। ৫টি হিসাবের মধ্য হতে প্রথমে নগদান হিসাব এবং মূলধন হিসাব প্রস্তুত করব।

নগদান হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা
২০১৪				২০১৪			
ফেব্রু- ১	মূলধন হিসাব		১০,০০০	ফেব্রু- ৫	আসবাবপত্র হিসাব		৩,০০০
” - ১৫	সুদপ্রাপ্তি হিসাব		৫০০	” - ১০	ভাড়া হিসাব		১,০০০

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে T ছক অনুযায়ী ডেবিট দিকে ৪টি এবং ক্রেডিট দিকে ৪টি করে মোট ৮ টি ঘর আঁকতে হবে। তারপর উপরে হিসাবের শিরোনামে নগদান হিসাব লিখতে হবে। এখন জাবেদা থেকে যেখানে নগদান লেখা জাবেদা রয়েছে সেখান থেকে নগদান এর বিপরীত দাখিলাটি নিতে হবে। বিপরীত দাখিলাটি যদি ক্রেডিট থাকে তাহলে খতিয়ানে এটি ডেবিট পার্শ্বে তারিখ অনুযায়ী লিখতে হবে। আর যদি ডেবিট দিকে বিপরীত দাখিলাটি থাকে তাহলে ক্রেডিট পার্শ্বে তারিখ অনুযায়ী লিখতে হবে। অংকে নগদান হিসাবের বিপরীতে ক্রেডিট দাখিলা রয়েছে দুইটি এবং ডেবিট দাখিলা রয়েছে দুইটি যেগুলো খতিয়ান হিসাবে যথাক্রমে ডেবিট এবং ক্রেডিট পার্শ্বে বসানো হয়েছে।

মূলধন হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা
				২০১৪ ফেব্রু-১	নগদান হিসাব		১০,০০০

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে T ছক অনুযায়ী ডেবিট ও ক্রেডিট দিতে ৪টি করে ৮টি ঘর আঁকা হল। তারপর হিসাবের শিরোনাম মূলধন হিসাব লিখা হল। এখন জাবেদা থেকে যেখানে মূলধন হিসাব লিখা জাবেদা রয়েছে, সেখান থেকে বিপরীত জাবেদা দাখিলাটি নিতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী বিপরীত দাখিলাটি ডেবিট হওয়ায় মূলধন হিসাবে সেটি ক্রেডিট পার্শ্বে বসেছে।

অবশিষ্ট ৩টি খতিয়ান যথাক্রমে আসবাবপত্র হিসাব, ভাড়া হিসাব এবং সুদ প্রাপ্তি হিসাব প্রস্তুত করার জন্য নিম্নে ছক এঁকে দেওয়া হল। আপনারা সেগুলো উপরে প্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে প্রস্তুত করুণ।

আসবাবপত্র হিসাব

ভাড়া হিসাব

সুদ প্রাপ্তি হিসাব

খতিয়ানের জের নির্ণয়ঃ

জাবেদা থেকে লেনদেনগুলোকে পৃথক শিরোনামে লিপিবদ্ধ করে খতিয়ান হিসাবসমূহ প্রস্তুত করা হয়। তারপর প্রতিটি খতিয়ানের জের নির্ণয় করতে হয়। আমরা একটি উদাহরণ থেকে জের নির্ণয় সম্পর্কে ধারণা নিতে পারি। যেমন ধরুণ আপনার কাছে ৫,০০০ টাকা ছিল তারপর আপনার বড় ভাই আপনাকে আরো ২,০০০ টাকা দিল। আপনার কাছে মোট টাকা হল (৫,০০০+২,০০০) = ৭,০০০ টাকা। এ টাকা থেকে আপনি একটি মোবাইল ক্রয় করলেন ৫,৫০০ টাকা দিয়ে। এখন আপনার কাছে রইল (৭,০০০- ৫,৫০০) = ১,৫০০ টাকা। ঠিক এরকমই খতিয়ানের জের নির্ণয় পদ্ধতি।

নিম্নলিখিত লেনদেনের মাধ্যমে নগদান হিসাবের ব্যালেন্স বা জের নির্ণয় করে দেখানো হল–

২০১৪

জানু-২ ব্যবসায়ে মূলধন আনয়ন করা হল ১০,০০০ টাকা।

জানু-১০ নগদে পণ্য বিক্রয় করা হল ৫,০০০ টাকা।

জানু-১৫ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হল ৯,০০০ টাকা।

জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	
			ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪ জানু-২	নগদান হিসাব ..... ডেবিট		১০,০০০	
	মূলধন হিসাব ..... ক্রেডিট			১০,০০০
” -১০	নগদান হিসাব ..... ডেবিট		৫,০০০	

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	
			ডেবিট	ক্রেডিট
	বিক্রয় হিসাব ..... ক্রেডিট			৫,০০০
” - ১৫	যন্ত্রপাতি ক্রয় হিসাব ..... ডেবিট		৯,০০০	
	নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট			৯,০০০

নগদান হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা
২০১৪				২০১৪			
জানু-২	মূলধন হিসাব		১০,০০০	জানু-১৫	যন্ত্রপাতি হিসাব		৯,০০০
” - ১০	বিক্রয় হিসাব		৫,০০০				
				” - ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৬,০০০
			১৫,০০০				১৫,০০০
ফেব্রু-১	ব্যালেন্স বি/ডি		৬,০০০				

প্রস্তুত প্রণালী

খতিয়ান হিসাবের যে পার্শ্বের যোগফল বেশী হবে প্রথমে সেই পার্শ্বের যোগফল নির্ণয় করে টাকার কলামে লিখতে হবে। উপরের প্রস্তুতকৃত খতিয়ানে ডেবিট দিকের যোগফল ১৫,০০০ টাকা বড় হওয়ায় প্রথমে ডেবিট পার্শ্বে টাকায় কলামে লিখে তারপর সেই লাইন বরাবর ক্রেডিট পার্শ্বে টাকার কলামে ১৫,০০০ লিখা হল।

- উভয় দিকে টাকার কলামে যোগফলের নীচে সমান্তরাল দুইটি রেখা টেনে হিসাব বন্ধ করা হল।
- তারপর মাসের শেষ তারিখে হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের পার্থক্য ৬,০০০ টাকা নির্ণয় হল। এই পার্থক্যটিই হল খতিয়ানের জের যা ব্যালেন্স সি/ডি হিসেবে পরিচিত।
- পরবর্তী সময় অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখে ব্যালেন্স বি/ডি লিখে ৬,০০০ টাকা বিপরীত পার্শ্বে লেখা হল। আর এটিই খতিয়ানের ব্যালেন্স বা জের হিসাবে পরিচিত।

ব্যালেন্সের প্রকারভেদ

হিসাববিজ্ঞানের ভাষায় সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের পার্থক্য নির্ণয় করাই হল ব্যালেন্স। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ব্যালেন্স উল্লেখপূর্বক আলোচনা করা হল :

ডেবিট ব্যালেন্স : যদি খতিয়ানের ডেবিট দিকের সমষ্টি ক্রেডিট দিকের সমষ্টি থেকে বড় হয় তাহলে এই অতিরিক্ত পরিমাণকে ডেবিট ব্যালেন্স বলে। যেমন নগদান হিসাবের ব্যালেন্সটি ডেবিট ব্যালেন্স।

ক্রেডিট ব্যালেন্স : যদি ক্রেডিট দিকের সমষ্টি ডেবিট দিকের সমষ্টি থেকে বড় হয় তাহলে যে পরিমান অংশ অতিরিক্ত হবে সেই পরিমাণকে ক্রেডিট ব্যালেন্স বলে।

প্রারম্ভিক ব্যালেন্স : পূর্ববর্তী সময়ের কোন ব্যালেন্স নিয়ে বর্তমানে সময়ে কোন হিসাব কাজ শুরু করা হলে এই পূর্ববর্তী ব্যালেন্সকে প্রারম্ভিক ব্যালেন্স বলা হয়। প্রারম্ভিক ব্যালেন্স হিসাব বইতে অন্তর্ভূক্ত করার সময ব্যালেন্স বি/ডি বা ব্যালেন্স বি/এফ লিখা হয়। ব্যালেন্স বি/ডি বলতে বুঝায় Balance brought down আর ব্যালেন্স বি/এফ বলতে বুঝায় Balance brought forward.

সমাপ্তি ব্যালেন্স : কোন খতিয়ান হিসাবের একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে হিসাবের ডেবিট এবং ক্রেডিট যোগফল সমান করার জন্য যে পরিমাণ নির্ণয় করা হয় তাকে সমাপ্তি ব্যালেন্স তথা ব্যালেন্স সি/ডি বা ব্যালেন্স সি/এফ বলা হয়। ব্যালেন্স সি/ডি বলতে বুঝায় Balance carried down আর ব্যালেন্স সি/এফ বলতে বুঝায় Balance carried forward.

উপরোক্ত ব্যালেন্সের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে সমাপ্তি ব্যালেন্স এর ক্ষেত্রে ব্যালেন্স সি/ডি এবং প্রারম্ভিক ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে বি/ডি লিখতে হয়। যদি কোন হিসাবের মোট ডেবিট পরিমাণ এবং মোট ক্রেডিট পরিমাণ সমান হয় তাহলে এরকম হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যালেন্স শূন্য। তাই এদেরকে সমতা প্রাপ্ত হিসাব বলে।

বিভিন্ন হিসাবের ব্যালেন্সের তাৎপর্যঃ

আমরা বিভিন্ন ধরণের ব্যালেন্সিং সম্পর্কে অবগত হলাম। যার ফলশ্রুতিতে বলতে পারি যে, বিভিন্ন ধরণের হিসাবে বিভিন্ন ধরনের ব্যালেন্স হয়ে থাকে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে আমরা সনাতন ও আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাবের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী ব্যালেন্সের তাৎপর্য তুলে ধরব।

সনাতন পদ্ধতি

ক্র:	হিসাবের শ্রেণি	ব্যালেন্স	ব্যালেন্সের তাৎপর্য
১.	ব্যক্তিবাচক হিসাব	ডেবিট ব্যালেন্স	ডেবিট ব্যালেন্স হলে বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তির কাছে কারবারের পাওনা রয়েছে। যেমন- দেনাদার হিসাব।
		ক্রেডিট ব্যালেন্স	ক্রেডিট ব্যালেন্স হলে বুঝতে হবে যে ঐ ব্যক্তির কাছে কারবারের দেনা রয়েছে। যেমন- পাওনাদার হিসাব।
২.	সম্পত্তিবাচক হিসাব	ডেবিট ব্যালেন্স	এরূপক্ষেত্রে কারবারের ডেবিট ব্যালেন্স প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি রয়েছে বুঝবে। যেমন- নগদান, আসবাবপত্র, কলকব্জা ইত্যাদি সম্পত্তি হিসাবের ডেবিট জের প্রদর্শন করে।
		ক্রেডিট ব্যালেন্স	সাধারণত সম্পত্তি হিসাবে কোন প্রকার ক্রেডিট ব্যালেন্স হয় না।
৩.	নামিক হিসাব	ডেবিট ব্যালেন্স	এরূপক্ষেত্রে ডেবিট ব্যালেন্স দ্বারা প্রতিষ্ঠানের খরচ বা ক্ষতি বুঝায়। যেমন-মজুরি, বেতন, ভাড়া ইত্যাদি ডেবিট জের প্রদর্শন করে।
		ক্রেডিট ব্যালেন্স	ক্রেডিট ব্যালেন্স কারবারের আয় বা লাভ বুঝায়। যেমন- প্রাপ্ত ভাড়া, প্রাপ্ত সুদ ইত্যাদি ক্রেডিট জের প্রদর্শন করে।

হিসাবের আধুনিক পদ্ধতি

ক্র:	হিসাববের শ্রেণি	ব্যালেন্স	ব্যালেন্সের তাৎপর্য
১.	সম্পত্তি হিসাব	ডেবিট	ডেবিট ব্যালেন্স হলে কারবারে সম্পত্তির পরিমাণ নির্দেশ করবে।
২.	দায়-হিসাব	ক্রেডিট	ক্রেডিট ব্যালেন্স হলে কারবারে দায়ের পরিমাণ নির্দেশ করবে।
৩.	আয় হিসাব	ক্রেডিট	এরূপ ব্যালেন্স হলে প্রতিষ্ঠানের আয় বা লাভ হয়েছে বুঝাবে।
৪.	ব্যয় হিসাব	ডেবিট	এরূপক্ষেত্রে ডেবিট ব্যালেন্স দ্বারা কারবারের ব্যয় বুঝাবে।
৫.	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট	ক্রেডিট ব্যালেন্স দ্বারা কারবারের মূলধনের পরিমাণ নির্দেশ করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	কয়েকটি কাল্পনিক দফা থেকে মূলধন হিসাব, নগদান হিসাব, ক্রয় হিসাব এবং বিক্রয় হিসাব প্রস্তুত করুণ।

সারসংক্ষেপ:

- জাবেদা থেকে খতিয়ানভূক্ত করণের মাধ্যমে কোন হিসাবের অবস্থা নির্ণয় করা যায়।
- হিসাবের ডেবিট অথবা ক্রেডিট জের নির্ণয় করা যায়।
- বিভিন্ন ধরণের ব্যালেন্স নির্ণয়ের মাধ্যমে উহাদের তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. জনাব কাওছার নগদ ২০,০০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করল। এখানে মালিকের হিসাবকে ক্রেডিট করা হবে–

ক. নগদান হিসাবে খ. মূলধন হিসাবে
গ. আসবাবপত্র হিসাবে ঘ. দেনাদার হিসাবে

২. খতিয়ানের সম্মিলিত ডেবিট দিকের যোগফল অবশ্যই সমান হবে–

ক. সম্মিলিত ক্রেডিট দিকের যোগফলের
খ. সম্মিলিত ডেবিট দিকের যোগফলের
গ. ডেবিট ও ক্রেডিট উদ্বৃত্তের পাথর্ক্যের
ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৩. পূর্ববর্তী হিসাবকাল থেকে বর্তমান হিসাবকাল আনীত বোঝাতে ব্যবহৃত হয়–

ক. ব্যালেন্স বি/ডি খ. ব্যালেন্স সি/ডি
গ. ব্যালেন্স সি/এফ ঘ. ব্যালেন্স জি/এফ

৪. কোন হিসাবের সমাপ্তি ব্যালেন্স বসে—

ক. ডেবিট থেকে খ. ক্রেডিট থেকে
গ. ডেবিট ব্যালেন্স ক্রেডিট দিকে এবং ক্রেডিট ব্যালেন্স ডেবিট দিকে
ঘ. ডেবিট ব্যালেন্স ডেবিট দিকে এবং ক্রেডিট ব্যালেন্স ক্রেডিট দিকে।

৫. নামিক হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত দ্বারা কি বোঝায়?

ক. ব্যবসায়ের আয় খ. ব্যবসায়ের দায়
গ. ব্যবসায়ের ব্যয় ঘ. ব্যবসায়ের সম্পত্তি

পাঠ-৮.৪ খতিয়ানের কতিপয় উদাহরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- লেনদেন থেকে জাবেদা এবং জাবেদা থেকে খতিয়ানভূক্ত করতে পারবেন।
- খতিয়ান উদ্বৃত্ত দ্বারা গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করতে পারবেন।

উদাহরণ

জনাব আলী কবির ২০১৪ সালের মার্চ মাসে নগদ ২৫,০০০ টাকা ও ১৫,০০০ টাকার পণ্য নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। উক্ত মাসে তার অন্যান্য লেনদেনগুলো নিম্নরূপ ছিল-

মার্চ-২ নগদে পণ্য বিক্রয় ১৮,০০০ টাকা।
" – ৪ নগদে পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা।
" – ৬ ব্যাংকে জমাদান ৫,০০০ টাকা।
" – ৮ আফজালের নিকট থেকে ধারে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা।
" – ১০ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হল ৫,০০০ টাকা।
" – ১২ ব্যাংক থেকে ব্যবসায়ের কাজে উত্তোলন ৩,০০০ টাকা।
" – ১৪ আফজালকে চেক দ্বারা পরিশোধ ১,০০০ টাকা।
" – ১৭ পণ্য বিক্রয় নগদে ৪,০০০ টাকা এবং ধারে ২,০০০ টাকা।
" – ২০ বাড়ী ভাড়া প্রদান ১৫০ টাকা।
" – ২৫ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন ৫০০ টাকা।
" – ২৮ কর্মচারীর বেতন প্রদান ৮০০ টাকা।

জনাব আলী কবিরের
জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা	
			ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪				
মার্চ-১	নগদান হিসাব ..... ডেবিট		২৫,০০০	
	ক্রয় হিসাব ..... ডেবিট		১৫,০০০	
	মূলধন হিসাব ..... ক্রেডিট			৪০,০০০
	[যেহেতু নগদ টাকা ও পণ্য মূলধন হিসেবে আনয়ন করে ব্যবসা শুরু করল।]			
মার্চ - ২	নগদান হিসাব ..... ডেবিট		১৮,০০০	
	বিক্রয় হিসাব ..... ক্রেডিট			১৮,০০০
	[যেহেতু নগদ পণ্য বিক্রয় করা হল।]			
" - ৪	ক্রয় হিসাব ..... ডেবিট		১০,০০০	
	নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট			১০,০০০
	[যেহেতু নগদ পণ্য ক্রয় করা হল।]			
" - ৬	ব্যাংক হিসাব ..... ডেবিট		৫,০০০	

তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	টাকা	
			ডেবিট	ক্রেডিট
	নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট			৫,০০০
	[যেহেতু ব্যাংকে টাকা জমা দেয়া হল।]			
" - ৮	ক্রয় হিসাব ..... ডেবিট		২,০০০	
	আফজাল হিসাব ..... ক্রেডিট			২,০০০
	[যেহেতু ধারে পণ্য ক্রয় করা হল।]			
" - ১০	যন্ত্রপাতি হিসাব ..... ডেবিট		৫,০০০	
	নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট			৫,০০০
	[যেহেতু যন্ত্রপাতি নগদে ক্রয় করা হল।]			
" - ১২	নগদান হিসাব ..... ডেবিট		৩,০০০	
	ব্যাংক হিসাব ..... ক্রেডিট			৩,০০০
	[যেহেতু ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হল।]			
" - ১৪	আফজাল হিসাব ..... ডেবিট		১,০০০	
	ব্যাংক হিসাব ..... ক্রেডিট			১,০০০
	[যেহেতু আফজালকে চেকে পরিশোধ করা হল।]			
" - ১৭	নগদান হিসাব ..... ডেবিট		৪,০০০	
	প্রাপ্য হিসাব ..... ডেবিট		২,০০০	
	বিক্রয় হিসাব ..... ক্রেডিট			৬,০০০
	[যেহেতু নগদে ও ধারে পণ্য বিক্রয় করা হল।]			
" - ২০	বাড়ী ভাড়া হিসাব ..... ডেবিট		১৫০	
	নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট			১৫০
	[যেহেতু নগদে বাড়ী ভাড়া প্রদান করা হল।]			
" - ২৫	উত্তোলন হিসাব ..... ডেবিট		৫০০	
	ব্যাংক হিসাব ..... ক্রেডিট			৫০০
	[যেহেতু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হল।]			
" - ২৮	বেতন হিসাব ..... ডেবিট		৮০০	
	নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট			৮০০
	[যেহেতু নগদে বেতন প্রদান করা হল।]			
	যোগফল		১,০১,৪৫০	১,০১,৪৫০

হিসাবের তালিকা :

১. নগদান হিসাব
২. ক্রয় হিসাব
৩. মূলধন হিসাব
৪. বিক্রয় হিসাব
৫. ব্যাংক হিসাব
৬. আফজাল হিসাব
৭. যন্ত্রপাতি হিসাব
৮. প্রাপ্য হিসাব
৯. বাড়ী ভাড়া হিসাব
১০. উত্তোলন হিসাব
১১. বেতন হিসাব

জনাব আলী কবিরের খতিয়ান

নগদান হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ - ১	মূলধন হিসাব		২৫,০০০	মার্চ - ৪	ক্রয় হিসাব		১০,০০০
” - ২	বিক্রয় হিসাব		১৮,০০০	” - ৬	ব্যাংক হিসাব		৫,০০০
” - ১২	ব্যাংক হিসাব		৩,০০০	” - ১০	যন্ত্রপাতি হিসাব		৫,০০০
” - ১৭	বিক্রয় হিসাব		৪,০০০	” - ২০	বাড়ী ভাড়া হিসাব		১৫০
				” - ২৮	বেতন হিসাব		৮০০
				” - ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		২৯,০৫০
			৫০,০০০				৫০,০০০
এপ্রিল-১	ব্যালেন্স বি/ডি		২৯,০৫০				

ক্রয় হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ - ১	মূলধন হিসাব		১৫,০০০	মার্চ- ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		২৭,০০০
” - ৪	নগদান হিসাব		১০,০০০				
” - ৮	আফজাল হিসাব		২,০০০				
			২৭,০০০				২৭,০০০
এপ্রিল-১	ব্যালেন্স বি/ডি		২৭,০০০				

মূলধন হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ - ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৪০,০০০	মার্চ - ১	নগদান হিসাব		২৫,০০০
				” - ১	ক্রয় হিসাব		১৫,০০০
			৪০,০০০				৪০,০০০
				এপ্রিল-১	ব্যালেন্স বি/ডি		৪০,০০০

বিক্রয় হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ- ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		২৪,০০০	মার্চ - ২	নগদান হিসাব		১৮,০০০
				” - ১৭	নগদান হিসাব		৪,০০০
				” - ১৭	প্রাপ্য হিসাব		২,০০০
			২৪,০০০				২৪,০০০
				এপ্রিল-১	ব্যালেন্স বি/ডি		২৪,০০০

ব্যাংক হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ - ৬	নগদান হিসাব		৫,০০০	মার্চ - ১২	নগদান হিসাব		৩,০০০
				" - ১৪	আফজাল হিসাব		১,০০০
				" - ২৫	উত্তোলন হিসাব		৫০০
				" - ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৫০০
			৫,০০০				৫,০০০
এপ্রিল-১	ব্যালেন্স বি/ডি		৫০০				

আফজাল হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ - ১৪	ব্যাংক হিসাব		১,০০০	মার্চ - ৮	ক্রয় হিসাব		২,০০০
মার্চ- ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১,০০০				
			২,০০০				২,০০০
				এপ্রিল-১	ব্যালেন্স বি/ডি		১,০০০

যন্ত্রপাতি হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ - ১০	নগদান হিসাব		৫,০০০	মার্চ- ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৫,০০০
			৫,০০০				৫,০০০
এপ্রিল-১	ব্যালেন্স বি/ডি		৫,০০০				

প্রাপ্য হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ - ১৭	বিক্রয় হিসাব		২,০০০	মার্চ- ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		২,০০০
			২,০০০				২,০০০
এপ্রিল-১	ব্যলেন্স বি/ডি		২,০০০				

বাড়ী ভাড়া হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ - ২০	নগদান হিসাব		১৫০	মার্চ- ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		১৫০
			১৫০				১৫০
এপ্রিল-১	ব্যালেন্স বি/ডি		১৫০				

উত্তোলন হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ- ২৫	ব্যাংক হিসাব		৫০০	মার্চ- ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৫০০
			৫০০				৫০০
এপ্রিল-১	ব্যালেন্স বি/ডি		৫০০				

বেতন হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা
২০১৪				২০১৪			
মার্চ- ২৮	নগদান হিসাব		৮০০	মার্চ- ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		৮০০
			৮০০				৮০০
এপ্রিল-১	ব্যালেন্স বি/ডি		৮০০				

আমরা জানি খতিয়ানের উদ্বৃত্ত নিয়ে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়। নিম্নে উপরিউক্ত হিসাবসমূহের খতিয়ান উদ্বৃত্ত নিয়ে রেওয়ামিল তৈরি করা হল–

ক্র নং	হিসাবের নাম	জা. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	নগদান হিসাব		২৯,০৫০	
২	ক্রয় হিসাব		২৭,০০০	
৩	মূলধন হিসাব			৪০,০০০
৪	বিক্রয় হিসাব			২৪,০০০
৫	ব্যাংক হিসাব		৫০০	
৬	আফজাল হিসাব			১,০০০
৭	যন্ত্রপাতি হিসাব		৫,০০০	
৮	প্রাপ্য হিসাব		২,০০০	
৯	বাড়ী ভাড়া হিসাব		১৫০	
১০	উত্তোলন হিসাব		৫০০	
১১	বেতন হিসাব		৮০০	
			৬৫,০০০	৬৫,০০০

যেহেতু খতিয়ানের ডেবিট উদ্বৃত্তের সমষ্টি এবং ক্রেডিট উদ্বৃত্তের সমষ্টি সমান হয়েছে তাই আমরা বলতে পারি হিসাব সংরক্ষণ সঠিক হয়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	একটি T ছক অংকন করে কাল্পনিক তথ্যের সাহায্যে প্রাপ্য হিসাব তৈরি করুণ।

সারসংক্ষেপ:

লেনদেনসমূহ প্রাথমিকভাবে জাবেদা ও পরবর্তীতে খতিয়ানে হিসাবভূক্তকরণ করা হয়। অতঃপর খতিয়ানের জের নির্ধারণ করা হয়। উক্ত জেরসমূহ নিয়ে রেওয়ামিল প্রস্তুতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী রেকর্ডকৃত হিসাবসমূহের গানিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ক্রয় হিসাবের
   ক. ডেবিট জের হয় খ. ক্রেডিট জের হয়
   গ. ডেবিট ক্রেডিট উভয় ব্যালেন্স হয় ঘ. কোনোটিই নয়

২. মূলধন হিসাবের
   ক. ডেবিট জের হয় খ. কোন জের হয় না
   গ. ক্রেডিট জের হয় ঘ. ডেবিট-ক্রেডিট উভয় জের হয়

৩. যন্ত্রপাতি হিসাবের
   ক. ক্রেডিট ব্যালেন্স হয় খ. ডেবিট ব্যালেন্স হয়
   গ. ডেবিট-ক্রেডিট উভয় ব্যালেন্স হয় ঘ. কোনো ব্যালেন্স হয় না

৪. হিসাবের ডেবিট দিকের যোগফল ক্রেডিট দিকের যোগফল অপেক্ষা বেশী হলে কোন জের হয়?
   ক. ডেবিট জের খ. ক্রেডিট জের
   গ. ডেবিট ক্রেডিট উভয় জের ঘ. কোনো জের হয় না

৫. কোনো হিসাবের জের বলতে বোঝায়-
   ক. তার দুই দিকের যোগফলকে খ. তার দুদিকের পার্থক্যকে
   গ. তার একদিকের যোগফলকে ঘ. তার দুদিকের যোগফল সমান হওয়াকে

পাঠ-৮.৫ খতিয়ান হিসাবের আধুনিক বা চলমান জের ছক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- খতিয়ানের আধুনিক বা চলমান জের সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- চলমান জের ছক আঁকতে পারবেন।

হিসাবের আধুনিক বা চলমান জের ছক

খতিয়ান হিসাব প্রস্তুত করার জন্য সর্বপ্রথম হিসাবের শিরোনাম লিখে ছক অঙ্কন করতে হয়। এই চলমান জের ছকে ডেবিট ক্রেডিট পাশাপাশি লিখতে হয়। এ জের অনুযায়ী খতিয়ানের আলাদাভাবে সমষ্টি নির্ণয় বা জের টানার প্রয়োজন পড়ে না। প্রতিটি লেনদেন হিসাবভূক্ত করার সাথে সাথে জের নির্ণয় হয়ে যায়।

নিচে খতিয়ানের আধুনিক বা চলমান জেরের নমুনা দেওয়া হলো :

'চলমান জের'-ছক

নগদান হিসাব

হিসাবের কোড নং .....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট

চলমান জের ছকে হিসাবের জের টানার কোন প্রয়োজন হয় না। ইহার জন্য আলাদা করে কোন সময়ের দরকার পড়ে না। কেননা এই ছকে খতিয়ান প্রস্তুত করলে প্রতিটি লেনদেনের পোস্টিং এর সাথে সাথে হিসাবের জের নির্ণয় করা হয়।

এ ছকে হিসাবের জের নির্ণয়ের জন্য আলাদা করে ঘর রয়েছে। যাতে প্রতিটি লেনদেন লিপিবদ্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে জের নির্ণয় করে নিতে হয়। মোট ডেবিট সমষ্টি ও মোট ক্রেডিট সমষ্টির পরিমাণ নির্ণয় করার প্রয়োজন হয় না। চলমান জের ছক অনুযায়ী হিসাবের জের নির্ণয় করার সহজ একটি পদ্ধতি রয়েছে যা আমরা নিচে উপস্থাপন করে আয়ত্ত করে নেব।

- হিসাবের জেরে যদি ডেবিট উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে-
  খতিয়ানে ডেবিট পোস্টিং হলে, ডেবিট উদ্বৃত্তের সাথে যোগ হবে। অর্থাৎ ডেবিট ব্যালেন্স + ডেবিট পোস্টিং
- হিসাবের জেরে যদি ডেবিট উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে-
  খতিয়ানে ক্রেডিট পোস্টিং হলে, ডেবিট উদ্বৃত্ত থেকে বিয়োগ হবে।
  অর্থাৎ ডেবিট ব্যালেন্স – ক্রেডিট পোস্টিং
- হিসাবের জেরে যদি ক্রেডিট উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে-
  খতিয়ানে ক্রেডিট পোস্টিং হলে, ক্রেডিট উদ্বৃত্তের সাথে যোগ হবে।
  অর্থাৎ- ক্রেডিট ব্যালেন্স + ক্রেডিট পোস্টিং
- হিসাবের জের যদি ক্রেডিট উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে-
  খতিয়ানে ডেবিট পোস্টিং হলে, ক্রেডিট উদ্বৃত্ত থেকে বিয়োগ হবে।
  অর্থাৎ- ক্রেডিট ব্যালেন্স – ডেবিট পোস্টিং

উপরিউক্ত বিশ্লেষণের সংক্ষেপ হলো :

ডেবিট ব্যালেন্স	+	খতিয়ানে ডেবিট পোস্টিং
ডেবিট ব্যালেন্স	–	খতিয়ানে ক্রেডিট পোস্টিং
ক্রেডিট ব্যালেন্স	+	খতিয়ানে ক্রেডিট পোস্টিং
ক্রেডিট ব্যালেন্স	–	খতিয়ানে ডেবিট পোস্টিং

নিম্নে একটি চলমান জের ছক অঙ্কন করে ডেবিট ব্যালেন্স লিখে কিছু পোস্টিং দেয়া হলো। এ থেকে ব্যালেন্স নির্ণয় করুণ।

অর্থাৎ (+) অথবা (–) চিহ্নে (√) টিক চিহ্ন দিন।

নগদান হিসাব

হিসাবের কোড নং .....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪						
জানু-১	মূলধন হিসাব		ডেবিট		ডেবিট	
জানু-১০	বিক্রয় হিসাব		ডেবিট		+ / –	
জানু-১৫	বেতন হিসাব			ক্রেডিট	+ / –	
জানু-২০	ক্রয় হিসাব			ক্রেডিট	+ / –	
জানু-২৫	বিনিয়োগের সুদ হিঃ		ডেবিট		+ / –	

নিম্নে আরেকটি চলমান জের ছক অঙ্কন করে ক্রেডিট ব্যালেন্স লিখে কিছু পোস্টিং দেয়া হলো। এ থেকে ব্যালেন্স নির্ণয় করুণ। অর্থাৎ (+) অথবা (–) চিহ্নে (√) টিক দিন।

প্রদেয় হিসাব

হিসাবের কোড নং .....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪						
জানু-২	ক্রয় হিসাব			ক্রেডিট		ক্রেডিট
জানু-১২	ক্রয় ফেরত হিঃ		ডেবিট			+ / –
জানু-২৩	ক্রয় হিসাব			ক্রেডিট		+ / –
জানুয়ারি-৩০	নগদান হিসাব		ডেবিট			+ / –

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	একটি চলমান জের ছক অংকন করে এ পদ্ধতিতে জের নির্ণয় বর্ণনা করুণ।

সারসংক্ষেপ:

খতিয়ানের চলমান জের ছক পদ্ধতিতে আলাদাভাবে সমষ্টি নির্ণয় ব্যতিতই হিসাবের জের নির্ণয় করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খতিয়ানে চলমান জের ছকে মোট ঘর থাকে—
ক. পাঁচটি খ. সাতটি
গ. আটটি ঘ. নয়টি

২. খতিয়ানের আধুনিক বা চলমান জের ছকে টাকার ঘর কয়টি?
ক. দুইটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. ছয়টি

৩. খতিয়ানের চলমান বা আধুনিক ছকের উপরে ডানে লিখতে হয়—
ক. ডেবিট খ. ক্রেডিট
গ. হিসাবের নং ঘ. পৃষ্ঠা নং

৪. চলমান জের ছকের প্রধান সুবিধা হলো—
ক. খরচ নিয়ন্ত্রণ খ. প্রত্যেক হিসাবের জের সব সময় পাওয়া যায়
গ. সঠিক সিদ্ধান্ত ঘ. পরিকল্পনা তৈরি সহজ

৫. চলমান জেরে ডেবিট ব্যালেন্স + ডেবিট পোস্টিং
ক. যোগ করতে হবে খ. বিয়োগ করতে হবে
গ. গুণ করতে হবে ঘ. ভাগ করতে হবে

৬. চলমান জেরে ক্রেডিট + ডেবিট পোস্টিং
i. ভাগ করতে হবে
ii. বিয়োগ করতে হবে
iii. গুণ করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৮.৬ আধুনিক ছকে খতিয়ান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- জাবেদা থেকে চলমান জের ছকে খতিয়ান প্রস্তুত করতে পারবেন।
- খতিয়ান উদ্বৃত্ত থেকে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করতে পারবেন।

উদাহরণ

জনাব জুয়েল পারভেজ ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে নগদ ৫০,০০০ টাকা এবং ২০,০০০ টাকার পণ্য নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন।

উক্ত মাসে তার অন্যান্য লেনদেনগুলো নিম্নরূপ ছিল :

জানুয়ারি-২	নগদে পণ্য ক্রয়	৮,০০০ টাকা
জানুয়ারি-৫	নগদে পণ্য বিক্রয়	১২,০০০ টাকা
জানুয়ারি-৭	ব্যবসায়ের জন্য কম্পিউটার ক্রয়	১৫,০০০ টাকা
জানুয়ারি-৯	সোনালী ব্যাংকে হিসাব খোলা হলো	৭,০০০ টাকা
জানুয়ারি-১৩	ব্যবসায়ের প্রচারণা খরচ প্রদান	৩,০০০ টাকা
জানুয়ারি-১৮	ধারে পণ্য বিক্রয়	১৬,০০০ টাকা
জানুয়ারি-২০	রিফাকে চেকে প্রদান	৫,০০০ টাকা
জানুয়ারি-২৪	ধারে পণ্য ক্রয়	১০,০০০ টাকা
জানুয়ারি-২৭	ব্যক্তিগত খরচ ব্যবসা হতে প্রদান	৬,০০০ টাকা
জানুয়ারি-২৮	আসবাবপত্র ক্রয়	৪,৫০০ টাকা
জানুয়ারি-৩০	কর্মচারী আলমকে বেতন প্রদান	৩,৫০০ টাকা

জনাব জুয়েল পারভেজ এর
জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	টাকা	
			ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৪				
জানু-১	নগদান হিসাব ..... ডেবিট		৫০,০০০	
	ক্রয় হিসাব ..... ডেবিট		২০,০০০	
	মূলধন হিসাব ..... ক্রেডিট			৭০,০০০
	[যেহেতু জুয়েল পারভেজ নগদ টাকা ও পণ্য নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করল।]			
জানু-২	ক্রয় হিসাব ..... ডেবিট		৮,০০০	
	নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট			৮,০০০
	[যেহেতু নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো]			
জানু-৫	নগদান হিসাব ..... ডেবিট		১২,০০০	
	বিক্রয় হিসাব ..... ক্রেডিট			১২,০০০
	[যেহেতু নগদে পণ্য বিক্রয় করা হলো]			
জানু-৭	অফিস সরঞ্জাম হিসাব ..... ডেবিট		১৫,০০০	

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	টাকা	
			ডেবিট	ক্রেডিট
	নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট [যেহেতু নগদে কম্পিউটার ক্রয় করা হলো]			১৫,০০০
জানু-৯	ব্যাংক হিসাব ..... ডেবিট নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট [যেহেতু সোনালী ব্যাংকে হিসাব খোলা হলো]		৭,০০০	৭,০০০
জানু-১৩	বিজ্ঞাপন খরচ ..... ডেবিট নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট [যেহেতু নগদে বিজ্ঞাপন খরচ প্রদান করা হলো]		৩,০০০	৩,০০০
জানু-১৮	প্রাপ্য হিসাব ..... ডেবিট বিক্রয়হিসাব..... ক্রেডিট [যেহেতু ধারে পণ্য বিক্রয় করা হলো]		১৬,০০০	১৬,০০০
জানু-২০	রিফা হিসাব ..... ডেবিট ব্যাংক হিসাব ..... ক্রেডিট [যেহেতু রিফাকে চেকে প্রদান করা হলো]		৫,০০০	৫,০০০
জানু-২৪	ক্রয় হিসাব ..... ডেবিট প্রদেয় হিসাব ..... ক্রেডিট [যেহেতু ধারে পণ্য ক্রয় করা হলো]		১০,০০০	১০,০০০
জানু-২৭	উত্তোলন হিসাব ..... ডেবিট নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট [যেহেতু নগদে ব্যক্তিগত খরচ নির্বাহ করা হলো]		৬,০০০	৬,০০০
জানু-২৮	আসবাবপত্র হিসাব ..... ডেবিট নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট [যেহেতু নগদে আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো]		৪,৫০০	৪,৫০০
জানু-৩০	বেতন হিসাব ..... ডেবিট নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট [যেহেতু নগদে বেতন প্রদান করা হলো]		৩,৫০০	৩,৫০০
	যোগফল		১,৬০,০০০	১,৬০,০০০

হিসাবের তালিকা :

১. নগদান হিসাব
২. ক্রয় হিসাব
৩. মূলধন হিসাব
৪. বিক্রয় হিসাব
৫. অফিস সরঞ্জাম হিসাব
৬. ব্যাংক হিসাব
৭. বিজ্ঞাপন খরচ হিসাব
৮. প্রাপ্য হিসাব
৯. রিফা হিসাব
১০. প্রদেয় হিসাব
১১. উত্তোলন হিসাব
১২. আসবাবপত্র হিসাব
১৩. বেতন হিসাব

নগদান হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪						
জানু-১	মূলধন হিসাব		৫০,০০০		৫০,০০০	
জানু-২	ক্রয় হিসাব			৮,০০০	৪২,০০০	
জানু-৫	বিক্রয় হিসাব		১২,০০০		৫৪,০০০	
জানু-৭	অফিস সরঞ্জাম হিসাব			১৫,০০০	৩৯,০০০	
জানু-৯	ব্যাংক হিসাব			৭,০০০	৩২,০০০	
জানু-১৩	বিজ্ঞাপন খরচ হিসাব			৩,০০০	২৯,০০০	
জানু-২৭	উত্তোলন হিসাব			৬,০০০	২৩,০০০	
জানু-২৮	আসবাবপত্র হিসাব			৪,৫০০	১৮,৫০০	
জানু-৩০	বেতন হিসাব			৩,৫০০	১৫,০০০	

ক্রয় হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪						
জানু-১	মূলধন হিসাব		২০,০০০		২০,০০০	
জানু-২	নগদান হিসাব		৮,০০০		২৮,০০০	
জানু-২৪	প্রদেয় হিসাব		১০,০০০		৩৮,০০০	

মূলধন হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪						
জানু-১	নগদান হিসাব			৫০,০০০		৫০,০০০
জানু-১	ক্রয় হিসাব			২০,০০০		৭০,০০০

বিক্রয় হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪						
জানু-৫	নগদান হিসাব			১২,০০০		১২,০০০
জানু-১৮	প্রাপ্য হিসাব			১৬,০০০		২৮,০০০

অফিস সরঞ্জাম হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪ জানু-৭	নগদান হিসাব		১৫,০০০		১৫,০০০	

ব্যাংক হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪ জানু-৯ জানু-২০	নগদান হিসাব রিফা হিসাব		৭,০০০	 ৫,০০০	৭,০০০ ২,০০০	

বিজ্ঞাপন খরচ হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪ জানু-১৩	নগদান হিসাব		৩,০০০		৩,০০০	

প্রাপ্য হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪ জানু-১৮	বিক্রয় হিসাব		১৬,০০০		১৬,০০০	

রিফা হিসাব

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪ জানু-২০	ব্যাংক হিসাব		৫,০০০		৫,০০০	

প্রদেয় হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪ জানু-২৪	ক্রয় হিসাব			১০,০০০		১০,০০০

আসবাবপত্র হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪ জানু-২৮	নগদান হিসাব		৪,৫০০		৪,৫০০	

বেতন হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪ জানু-৩০	নগদান হিসাব		৩,৫০০		৩,৫০০	

উত্তোলন হিসাব

হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	টাকা		জের	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৪ জানু-২৭	নগদান হিসাব		৬,০০০		৬,০০০	

নিম্নে উপরিউক্ত খতিয়ানের উদ্বৃত্ত নিয়ে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হলো :

রেওয়ামিল

ক্র. নং	হিসাবের নাম	খ.পৃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	নগদান হিসাব		১৫,০০০	
২	ক্রয় হিসাব		৩৮,০০০	
৩	মূলধন হিসাব			৭০,০০০
৪	বিক্রয় হিসাব			২৮,০০০
৫	অফিস সরঞ্জাম		১৫,০০০	
৬	ব্যাংক হিসাব		২,০০০	
৭	বিজ্ঞাপন খরচ হিসাব		৩,০০০	
৮	প্রাপ্য হিসাব		১৬,০০০	
৯	রিফা হিসাব		৫,০০০	
১০	প্রদেয় হিসাব			১০,০০০
১১	আসবাবপত্র হিসাব		৪,৫০০	
১২	বেতন হিসাব		৩,৫০০	
১৩	উত্তোলন হিসাব		৬,০০০	
			১,০৮,০০০	১,০৮,০০০

খতিয়ান হিসাবের উদ্বৃত্তের ডেবিট কলামের সমষ্টি এবং ক্রেডিট কলামের সমষ্টি সমান হওয়ায় আমরা বলতে পারি হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই সঠিক এবং নির্ভূল।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	কয়েকটি কাল্পনিক লেনদেনের মাধ্যমে চলমান জের ছকে খতিয়ান প্রস্তুত করে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করুণ।

সারসংক্ষেপ:

- চলমান জের ছক পদ্ধতিতে খতিয়ান হিসাবভূক্ত করতে পারব।
- প্রতিটি পোস্টিং এর সাথে সাথে হিসাবের উদ্বৃত্ত জানতে পারব।
- হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করতে পারব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খতিয়ান হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় বলতে বুঝায়-
   ক. একটি হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট পাশের সমষ্টি নির্ণয়
   খ. একটি হিসাবের ডেবিট দিকের সমষ্টি নির্ণয়
   গ. একটি হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের সমষ্টির পার্থক্য নির্ণয়
   ঘ. একটি হিসাবের ক্রেডিট দিকের সমষ্টি নির্ণয়

২. হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয়ের সুবিধা হলো-
   ক. নগদ অর্থের পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়
   খ. হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়
   গ. আয় বিবরণী ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা যায়
   ঘ. সবগুলোই

৩. আধুনিক খতিয়ানের ছকে দায় সংক্রান্ড় হিসাবখাতে ডেবিট টাকার ঘর পূরণের সাথে সাথে-
   i. ডেবিট টাকার ঘর পূরণ করতে হয়
   ii. ডেবিট জেরের ঘর পূরণ করতে হয়
   iii. ক্রেডিট জেরের ঘর পূরণ করতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

জনাব আবু সায়েম একজন মৎস ব্যবসায়ী। ময়মনসিংহের তারাকান্দায় তার একটি মাছের খামার আছে। যেখানে তিনি মাছের পোনা ক্রয় করে মাছ চাষ করেন। ২০১৪ সালের জুন মাসে তার ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সম্পাদিত হয়।

জুন-৫ ছালামের নিকট থেকে পোনা ক্রয় ৩০,০০০ টাকা।
জুন-১০ সাহী এন্ড কোং এর নিকট নগদে বিক্রয় ৪২,০০০ টাকা।
জুন-২০ পোনা ফেরত দেয়া হলো ৯,৫০০ টাকা।
জুন-২৫ কর্মচারীদেরকে বেতন হলো ৫,০০০ টাকা।
জুন-৩০ বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় ৬,৫০০ টাকা।

ক. জনাব আবু সায়েমের ৫ ও ২০ তারিখের লেনদেনেগুলো জাবেদায় লিপিবদ্ধ করুণ।
খ. ক্রয় হিসাব, নগদান হিসাব, ক্রয় ফেরত হিসাব T ছকে খতিয়ানভুক্ত কর জের নির্ণয় করুণ।
গ. ছালাম হিসাব, বিক্রয় হিসাব, বেতন হিসাব ও বিজ্ঞাপন হিসাব চলমান জের ছকে লিপিবদ্ধ করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

আব্দুস সালাম এন্ড ব্রাদার্স এর ২০১৪ সালের মার্চ মাসের লেনদেনগুলো ছিল নিম্নরূপ:

২০১৪
মার্চ-১ ৪৫,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন।
মার্চ-৫ ব্যাংকে জমাদান ১০,০০০ টাকা।
মার্চ-১০ ধারে পণ্য ক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
মার্চ-১৫ আসবাবপত্র ক্রয় করা হল ১০,০০০ টাকা।
মার্চ-২০ নগদে পণ্য বিক্রয় ২৫,০০০ টাকা।
মার্চ-২৫ পাওনাদারকে চেক প্রদান ৭,০০০ টাকা।

ক. ৩ ও ২৫ তারিখের লেনদেন দু'টোর জাবেদা দাখিলা প্রদান করুণ।
খ. নগদান হিসাব, ক্রয় হিসাব, ব্যাংক হিসাব এবং পাওনাদার হিসাবসমূহ খতিয়ানভূক্ত করুণ।
গ. খতিয়ানের জেরের ভিত্তিতে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

জনাব হাসান সাখিদারের হিসাব বই হতে নিম্নের হিসাবটি নেওয়া হয়েছে

নগদান হিসাব

হিসাবের কোড.....

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ.	টাকা
২০১৪				২০১৪			
ফেব্রু-১	ব্যালেন্স বি/ডি		২৫,০০০	ফেব্রু-২	ব্যাংক হিসাব		১০,০০০
" - ৩	আফনান হিসাব		৯,০০০	" - ৬	আছেম হিসাব		১২,০০০
" - ১৮	বিক্রয় হিসাব		১৩,০০০	" - ১৫	বেতন হিসাব		৮,০০০
				" - ২৫	উত্তোলন হিসাব		৬,০০০

ক. উপরোল্লিখিত নগদান হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করুণ।
খ. উপরোল্লিখিত হিসাবের ভিত্তিতে জনাব হাসান সাখিদার এর ফেব্রুয়ারি মাসের জাবেদা প্রস্তুত করুণ।
গ. চলমান জের ছক অনুসারে বিক্রয় হিসাব, ব্যাংক হিসাব, বেতন হিসাব ও আছেম হিসাব প্রস্তুত করুণ।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৮.১ :	১. ঘ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. খ	৫. গ	৬. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৮.২ :	১. গ	২. গ	৩. ঘ	৪. ঘ	৫. ক	৬. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৮.৩ :	১. খ	২. ক	৩. ক	৪. গ	৫. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৮.৪ :	১. ক	২. গ	৩. খ	৪. ক	৫. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৮.৫ :	১. খ	২. গ	৩. গ	৪. খ	৫. ক	৬. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৮.৬ :	১. গ	২. ঘ	৩. গ			